`bxwZi kx‡l †hvMv‡hvM gš¿Yvjq

রিপোর্ট: **জয়ন্ত আচার্য**

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একজন সহকারী সচিবের রুমে বসে আছি। এ সময় এ রুমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নাজমুল হুদার একজন প্রিয় লোক এলেন। সঙ্গে তার ছোট ভাই। তিনি সহকারী সচিবকে তার ভাই পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এক সময় ও ছাত্রদল করতো। এখন পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওর ফিলিং স্টেশনের দরখাস্তটি দেখবেন। একজন সাংবাদিকের সামনে এ কথা শুনে সহকারী সচিব বেশ বিব্রত বোধ করলেন। কার্যত গত তিন বছর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবহন সেক্টরে পরিবেশ দূষণ রোধের নামে হয়েছে রমরমা ব্যবসা। এ খাত থেকে গত তিন বছর প্রায় কয়েকশত কোটি টাকা বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল লোপাট করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। লুটপাটের প্রক্রিয়া এখনো চলছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় বলে অভিহিত করেছে। টিআই'র মতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির কারণে ২০০৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর ছয় মাসে প্রায় ৭০ কোটি টাকা আর্থিকভাবে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্নীতির কারণে লাভবান হয়েছে স্বার্থান্বেষী মহল। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংসদীয় কমিটি কাছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কোটি কোটি টাকার দূর্নীতির তথ্য রয়েছে বলে জানা যায়।

জানা গেছে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির কারণে মন্ত্রী নাজমুল হুদা ও প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিনের মধ্যে চলছে টানাপড়েন সম্পর্ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় নিয়ে সরকারও বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম: যেভাবে শুরু

২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা প্রথমে ঢাকা থেকে ২০ বছরের পুরনো গাড়ি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। চরম বায়ু দূষণের শিকার ঢাকাবাসী মন্ত্রীর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এ সময় পুরনো গাড়ি উচ্ছেদ নিয়ে চলে রমরমা ব্যবসা। একদিকে নতুন গাড়ির আমদানিকারক, অন্যদিকে পুরনো গাড়ির মালিকেরা। পুরনো গাড়ি উচ্ছেদ কর্মসূচিতে সবচেয়ে লাভবান হয় ভারতীয় টাটা কোম্পানির এজেন্ট নিটল মোটর্স। রাজধানী ছেয়ে যায় টাটা কোম্পানির বাসে। অপরদিকে পুরনো গাড়ির মালিকেরা গাড়ির রঙ পাল্টিয়ে সবাইকে ম্যানেজ করে নেমে পড়ে রাস্তায়। বিআরটি-এর নতুন লাইসেন্স নিয়ে পুরান গাড়িই রাস্তায় নেমে পড়ে। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় গাড়ি মালিকদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা হয়। এই সমঝোতার পরেই পুরনো গাড়ি উচ্ছেদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। অভিযোগ রয়েছে, গাড়ি আমদানির সুবাদে ঢাকা-দোহারে ১৬টি গাড়ি নিয়ে একটি সার্ভিস চালু হয়।

সিএনজি নিয়ে রমরমা ব্যবসা

বেবিট্যাক্সি মালিক সমিতির সঙ্গে সমঝোতার পরই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় টু স্ট্রোক বেবিট্যাক্সি তুলে দেয়া হবে। হঠাৎ করে রাজধানী থেকে ৬০ হাজার বেবিট্যাক্সি ২০০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ হাজার বেবিট্যাক্সি রেখে সব তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে আরো ২ হাজার বেবিট্যাক্সি চলাচল করতে পারবে বলে জানা হয়। ফলে ৬০ হাজার বেবিট্যাক্সির মধ্যে কোন ৭ হাজার বেবিট্যাক্সি চলবে তা নিয়ে দেখা দেয় প্রশ্ন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অটো রিকশা, স্কুটার, ট্রাক মালিক সমিতি নামের একটি সংগঠনকে। এ সংগঠন বিশেষ ধরনের একটি স্টিকার দিয়ে ৭ হাজার বেবিট্যাক্সি চলার প্রাথমিক অনুমোদন দেয়। এ বিশেষ ধরনের স্টিকার পেতে ৫ হাজার টাকা করে নেয়া হয় বলে জানা যায়। বেকার হয়ে পড়ার আশঙ্কায় বেবিট্যাক্সি চালকেরা এ টাকা দিতে বাধ্য হয়। এ সময় প্রায় ৫ কোটি টাকা অবৈধ লেনদেন হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে সব টু স্ট্রোক বেবিট্যাক্সি চলাচল নিষিদ্ধ করে। এ সময় ৭০ হাজার স্কুটার চালক বেকার হয়ে পড়ে। ঢাকায় সৃষ্টি হয় তীব্র

একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে থ্রি হুইলার সিএনজি চালিত স্কুটার আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। সিএনজির দাম ১ লাখ ৫৭ হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অথচ উত্তরা মোটর্সের শো রুম থেকেই পৌনে তিন লাখ টাকা করে সিএনজি অটো রিকশা বিক্রি হতে থাকে

যানজট। এ সময় কৌশলে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে থ্রি হুইলার সিএনজি চালিত স্কুটার আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। সিএনজির দাম ১ লাখ ৫৭ হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অথচ উত্তরা মোটর্সের শো রুম থেকেই পৌনে তিন লাখ টাকা করে সিএনজি অটো রিকশা বিক্রি হতে থাকে। প্রতি সিএনজিতে লাভ করা হয় ২ লাখ টাকা জানা যায়, ভারতের বাজাজ কোম্পানির এই থ্রি হুইলারের মূল্য ৮৭ হাজার রুপি। অধিক দামে সিএনজি অটো রিকশা বিক্রি হওয়ার পরও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থাকে নির্বিকার। প্রথমে ৫ হাজার সিএনজি অটো রিকশার অনুমোদন দেয়া হয়। পরে আরো ৫ হাজার বাড়ানো হয়। এ সময় সিএনজি অটো রিকশা ১০ হাজারের অধিক বিক্রি করে দেয়া হয়। ফলে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে শুরু হয় আর এক দফা রমরমা ব্যবসা। রেজিস্ট্রেশন পেতে বিআরটিসিকে দিতে হয় মোটা অঙ্কের উৎকোচ। ৬০ হাজার টু স্ট্রোক স্কুটারের বিপরীতে ১০ হাজার সিএনজি নিয়ে রাজধানীতে শুরু হয় তীব্র পরিবহন সমস্যা। জানা যায়, উত্তরা মোটর্সের কাছ থেকে গাড়ি পেতে এ সময় যোগাযোগ মন্ত্রীর সুপারিশ প্রয়োজন হতো। মধ্যস্বত্বভোগী মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারা মন্ত্রণালয়ে চাপ দেয় কোটা বাড়ানোর জন্য। ফলে সিএনজির কোটা ১৩ হাজার বাড়ানো হয়।

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রেল, সড়ক ভবন, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পতিত জমি ও জলাশয় গত নবেম্বর মাসে সিএনজি ফিলিং স্টেশনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। বিঘা প্রতি ১৫ হাজার টাকা করে ১৫ বছরের জন্য। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এফিলিং স্টেশন বরাদ্দ নিয়ে রয়েছে নানা অভিযোগ। সিএনজি ফিলিং স্টেশনের নীতিমালা অনুসারে প্রতি এক কিলোমিটারে একটি ফিলিং স্টেশন থাকার কথা। অথচ রাজধানীতে এখন ৫০ গজ অন্তর গড়ে ওঠেছে ফিলিং স্টেশন। ফিলিং স্টেশনের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে হয়েছে রমরমা বাণিজ্য। সিএনজি আটো রিকশার মিটার চলছে ব্যবসা। ক্যাটালাইড কনভেটর নিয়েও নানা অভিযোগ ওঠেছে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে এখন সিএনজি আটো রিকশাগুলো অকেজো হয়ে পড়ছে।

বেবিট্যাক্সি সংকটের সুযোগে রাজধানীতে অবৈধ আমদানি হয়েছে ট্যাক্সিক্যাব। রাজধানীতে গত দুই বছরে ১০ হাজার ট্যাক্সিক্যাব নেমেছে বলে জানা গেছে। এই ট্যাক্সিক্যাব সবই আমদানি হয়েছে ভারত থেকে। অভিযোগ রয়েছে নিম্নমানের ট্যাক্সিক্যাবে এখন রাস্তা ভরে গেছে।

এদিকে বিভিন্ন কোম্পানির নামে রাজধানীর বিভিন্ন রুটে নানা ধরনের পরিবহন নেমে পড়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সদর দপ্তর জানিয়েছে, গত এক বছরে রাজধানীতে ১ হাজার বাস নেমেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ ট্রাফিক কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'রামপুরা রোডে পুরনো গাড়ি নিষিদ্ধ হবার আগে মাত্র ৫০টি বাস চলতো। এখন এ রুটে ২০০ বাস চলে। একই অবস্থা এয়ারপোর্ট রোডের।' তিনি আরো বলেন, 'বর্তমানে রাজধানীতে অতিরিক্ত পরিবহন, দুর্বল সিগন্যাল, অধিক ভিআইপি যাতায়াত, যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়ির কারণে যানজট বেড়েই চলছে।' দূষণ মুক্তির নামে পরিবহনের রমরমা ব্যবসার অংশিদার হয়েছে বিশেষ একটি ভবনের প্রভাবশালী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরিবহনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী মহলটি পরিবেশ দূষণ বা যানজট নিরসনের চেয়ে ব্যস্ত নতুন গাড়ি আমদানি করে রাস্তায় নামাতে। অভিযোগ রয়েছে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বিআরটিএ'র সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন রুটে নতুন গাড়ি নামিয়ে ফেলছে। সরকারের প্রভাবশালী বিভিন্ন মহল এখন রোড দখলে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কার্যত রাজধানীর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দিক নির্দেশনা ছাড়াই। স্বার্থান্বেষী মহলের মুনাফা লাভের আশায়।

যোগাযাগমন্ত্রী নাজমুল হুদা রেল খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেবেন বলে ঘোষণা দেন। তিনি ঢাকা চট্টগ্রামে ইলেকট্রনিক রেল চালু করার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমানকে নিয়ে প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। পরে এ প্রাথমিক প্রকল্পটি অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বাতিল করে দেন। অভিযোগ রয়েছে, ইলেক্ট্রনিক রেলের নেপথ্যে ছিল অন্য হিসাব।

ঢাকার রুটগুলোতে সম্প্রতি নির্দিষ্ট কোম্পানিকে পরিবহন ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগও তীব্র সমালোচিত হচ্ছে।

দুর্নীতির ফলে আর্থিক ক্ষতি

(২০০৩-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর)

খাতের নাম	আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (টাকায়)	%
বাণিজ্য	২,৮৬,০০১	০.০১
যোগাযোগ	৬৯,৬৮,৮১,৩০৯	৩২.৮০
শিক্ষা	৪৮,৯৭,৮৬৬	০.২৩
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১,৫১,৪০২	০.০১
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	৭,১২,২৫,০০৪	৩.৩৫
বন ও পরিবেশ	১,৬৯,৪৮,৫০৬	০.৮০
সংস্থাপন	১,৫৮,০০,০০১	০.৭৪
অর্থ	১০,৫৭,০২,৫১১	৪.৯৮
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর	৩৫,৩২,৪৮,০৫০	১৬.৬৩
মৎস্য ও পশুসম্পদ	৩৪,০০,০০২	০.১৬

সূত্র : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

মন্ত্রীর স্বজনপ্রীতি

মন্ত্রী নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে ওঠেছে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। অভিযোগ রয়েছে, মন্ত্রী তার ক্ষমতাবলে তার ভাই কামরুল হুদাকে বিআরটিএ বোর্ডের। সদস্য করেছেন। কামরুল হুদাই পরোক্ষভাবে পরিবহন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

নাজমুল হুদা আরো সমালোচিত হন মন্ত্রীর স্ত্রী সিগমা হুদার মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাকে রেলভবনের সামনের ১০ কোটি টাকার সম্পদ ৫ হাজার টাকার দেয়ায় উদ্যোগ নিয়ে। জানা যায়, গত ডিসেম্বরে মন্ত্রী মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাকে রেলওয়ের জায়গা মাত্র ৫ হাজার টাকায় দেয়ার জন্য মন্ত্রীর সেকশন থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রতিমন্ত্রীর কাছে এ ফাইল গেলে তিনি ফাইল আটকে রাখেন। মন্ত্রী নাজমুল হুদার চাপের পরও প্রতিমন্ত্রী নিষ্পন্নযোগ্য নয় বলে পাঠিয়ে দেন। পরে মন্ত্রী পর্যায়ে নিষ্পন্নযোগ্য নয় বলে যোগাযোগমন্ত্রী বিষয়টি জরুরি অভিহিত করে রেলওয়ে মহাপরিচালকের কাছে পাঠিয়ে দেন। রেল ভবনের জায়গায় এখন ঝুলছে সিগমা হুদার মানবাধিকার সংস্থার লাইবোর্ড।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেল ও সড়ক ভবনের বদলি, পদোন্নতি নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ।

অবশেষে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম, দুর্নীতি নিয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির সদস্যরা অনিয়মের মাত্রা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটিও হয়েছে। তবে গত ৩১ আগস্ট ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট প্রকাশের পর আবারও আলোচনায় চলে এসেছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। টিআই গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় বলে অভিহিত করেছে। তবে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম নিয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হননি ২০০০-এর কাছে। তবে যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা বলেছেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সবকিছু চলছে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই। তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন।

তবে নাজমুল হুদা যাই বলুন না কেন, গত আড়াই বছরে ঢাকা পরিণত হয়েছে ভারতীয় নিম্নমানের গাড়ির ভাগাড়ে। কিছুটা দূষণ কমলেও অপরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় বেড়েছে যানজট।